69840 - কুকুর পালন করা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা

প্রশ্ন

কুকুর পালন নাপাকরি অন্তর্ভুক্ত। কন্িতু যদি কবেল ঘর পাহারা দওেয়ার জন্য কোনো মুসলমি কুকুর পালে, কুকুরকে ঘররে বাইরে রাখে এবং ঘররে চৌহদ্দরি শষে প্রান্তে রাখে তাহলে তার জন্য কীভাবে নজিকেে পবত্রি রাখা সম্ভব? সে যদি নজিকেে পরষ্কিার করার জন্য কোনো মাটি বা ধুলা না পায় তাহলে এর হুকুম কী? মুসলমিরে জন্য নজিকেে পবত্রি করার ক্ষত্রেে এর কোনো বকিল্প আছে কী? কখনো কখনো দখো যায় উল্লখিতি ব্যক্তি কুকুরকে দৌঁড়রে সঙ্গী বানায়, কুকুররে উপর হাত বুলয়িে দয়ে, কুকুরকে চুম্বন করে, ইত্যাদি।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

শকিাররে উদ্দশ্যে কংিবা গবাদি পশুকে পাহারা দওেয়ার উদ্দশ্যে ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে কুকুর প্রতপিালন করা জায়যে নইে। ঘর পাহারা দওেয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে ঘর শহররে বাইরে হওয়া এবং বকিল্প কোনো উপায় না থাকা। মুসলমিরে জন্য কুকুররে সাথে দৌঁড়রে মাধ্যমে কাফরেদরে অনুকরণ করা জায়যে নইে। কুকুররে মুখ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বহুবধি রোগরে কারণ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কুকুর পালনরে হুকুম:

পবত্রি শরীয়ত মুসলমিরে জন্য কুকুর পালন হারাম করছে। যে ব্যক্তি এই বধিান লঙ্ঘন করবে শরয়িত তার নকেী থকেে এক কীরাত বা দুই কীরাত হ্রাস করার শাস্তি নর্িধারণ করছে। তবে এর থকেে শকিাররে জন্য এবং গবাদপিশু ও শস্যক্ষতে পাহারা দওেয়ার জন্য কুকুর প্রতপিালনকে ব্যতক্রিম হসিবেে গণ্য করছে।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি গৃহপালতি পশুর রক্ষণাবক্ষেণ বা শকিার করার জন্য অথবা শস্য ক্ষতে পাহারা দয়োর উদ্দশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দশ্যে কুকুর পোষে প্রতদিনি তার নকে আমল থকেে এক কীরাত পরমিাণ কমতে থাকবে।"[হাদীসটি মুসলমি (১৫৭৫) বর্ণনা করনে]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি পালিত পশুর রক্ষাকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।"[হাদীসটি বুখারী (৫১৬৩) ও মুসলিম (১৫৭৪) বর্ণনা করেন]

ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কি কুকুর পালন করা জায়েয?

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'এই তিনটি উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন: ঘর ও রাস্তা পাহারা দেয়া। প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে হাদীসে উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যের কারণের উপর কিয়াস করে এটি জায়েয। সেই কারণটি হচ্ছে: 'প্রয়োজন'।'[সমাপ্ত][শরহু মুসলিম (১০/২৩৬)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'সুতরাং যে ঘর নগরের অভ্যন্তরে থাকে সেটি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালনের প্রয়োজন নেই। এমন অবস্থায় এই উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা হারাম; নাজায়েয। এমন কুকুর প্রতিপালনকারীদের নেকী থেকে প্রতিদিন এক কীরাত বা দুই কীরাত করে কমবে। সুতরাং তাদের উচিত এই কুকুর পালন না করে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু, যদি ঘরটি এমন জনশূন্য স্থানে হয় যার আশপাশে মানুষজন নেই, তাহলে তার জন্য ঘর ও ঘরের মানুষের পাহারার জন্য কুকুর পালন করা জায়েয। গবাদিপশু ও শস্যক্ষেতে পাহারা দেওয়ার চেয়ে ঘরের লোকজন পাহারা দেওয়া বেশি দরকারী।'[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (৪/২৪৬)]

এক কীরাত ও দুই কীরাতের বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কিছু মতামত রয়েছে, যথা:

হাফেয আইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

- এটি দুই শ্রেণীর কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে; দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক।
- কারো মতে: শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে দুই কীরাত, আর মরু অঞ্চলে এক কীরাত।
- কারো কারো মতে: ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদ্ধৃত। প্রথমে এক কীরাত উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে তীব্রতা বৃদ্ধি করে দুই কীরাত উল্লেখ করেছেন।[উমদাতুল কারী (১২/১৫৮)]

কুকুর কি নাপাক?

প্রশ্নকর্তার বক্তব্য: 'কুকুর পালন নাপাকির অন্তর্ভুক্ত' কথাটি এমন শর্তহীনভাবে সঠিক নয়। কারণ কুকুরের সত্তা নাপাক নয়; বরং কুকুরের লালায় নাপাকি আছে; যখন সে কোনো পাত্র থেকে পান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুকুর স্পর্শ করল কিংবা কুকুর তাকে স্পর্শ করল তার জন্য নিজেকে মাটি কিংবা পানি দিয়ে পবিত্র করা আবশ্যক নয়। যদি কুকুর

কোনো পাত্র থকেে পান কর, আর কউে ঐ পাত্রটি ব্যবহার করতে চায়; তাহলে সইে পাত্রের পানি ফলেে দয়িে সাতবার পানি দয়িে এবং অষ্টমবার মাটি দয়িে ঐ পাত্র ধুয়ে ফলেতে হবে। আর যদি সটেি কুকুরের জন্য নর্দিষ্টি করে দয়ে তাহলে সটেি ধোয়া আবশ্যকীয় নয়।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "কুকুর কোন পাত্রে পান করলে সইে পাত্রকে পবত্রি করতে হলে সটোকে সাতবার ধৌত করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমবার মাটি দয়িে (মাজতে হবে)।"[হাদীসটি মুসলমি (২৭৯) বর্ণনা করনে]

মুসলমিরে অপর এক বর্ণনায় (২৮০) আছে: 'কুকুর যদি কোনো পাত্রে পান করে তাহলে সটেি সাতবার ধৌত করতে হবে। আর অষ্টমবার মাটি দয়িে ধৌত করতে হবে।'

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

'কুকুরের ব্যাপারে আলমেরা তনিটি মতে বভিক্ত। প্রথম মত হচ্ছে: কুকুর পবত্রি; এমনকি কুকুরের লালাও। এটি মালকেরে মাযহাব। দ্বতিীয় মত হচ্ছে: এটি অপবত্রি; এমনকি পশমও। এটি শাফয়েীর মাযহাব এবং ইমাম আহমদরে বর্ণনাদ্বয়রে একটি। তৃতীয় মত হচ্ছে: এর পশম পবত্রি; লালা অপবত্রি। এটি ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদরে অন্য বর্ণনা। এই মতটি বশিুদ্ধতম। তাই যদি কোনো পোশাকে বা কাপড়ে কুকুরের পশমরে সক্তিতা স্পর্শ করে তাতে সটেি অপবত্রি হয়ে যায় না।'[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৫৩০)]

অন্য স্থানে তনিি বলনে:

'কনেনা বস্তুর মূল অবস্থা হচ্ছে পবত্রিতা। সুতরাং কোনো দলীল ছাড়া কোনো কছিুকে অপবত্রি বা হারাম বলা জায়যে নইে। কনেনা আল্লাহ তা'আলা বলনে:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُم إِلَيْهِ

"আল্লাহ তোমাদরে জন্য যা যা হারাম করছেনে বস্তিারতিভাবে সগেুলোর ববিরণ দয়িছেনে; অবশ্য নরিুপায় হয়ে তোমেরা কছিু খতেে বাধ্য হলে তার কথা আলাদা।"[সূরা আন'আম: ১১৯]

তনিি আরো বলনে:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ

"কোনো সম্প্রদায়কে পথ দখোনোর পর তারা কি কি পরহিার করবে তা স্পষ্টভাবে বলে না দওেয়া পর্যন্ত আল্লাহ

তাদরেকে বপিথগামী করনে না। আল্লাহ সবকছিু ভালোভাবে জাননে।”[সূরা তাওবাহ: ১১৫]

... বষিয়টি যহেতেু এমন তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “কুকুর কোন পাত্রে পান করলে সইে পাত্রকে পবত্রি করতে হলে সটোকে সাতবার ধৌত করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমবার মাটি দয়িে (মাজতে হবে)।” অন্য হাদীসে বলছেনে: “যদি কুকুর পান কর...” এ সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসে কবেল ولوغ (জহি্বা দয়িে পান করা)-এর কথা বলা হয়ছে; বাকি কোনো অঙ্গরে কথা উল্লখে করা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গকে নাপাক বলার ভত্তিি হচ্ছে কয়িাস।

অধকিন্তু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শকিাররে কুকুর এবং গবাদপিশু ও শস্যক্ষতে পাহারার কুকুর প্রতপিালনে ছাড় দয়িছেনে। যে ব্যক্তি এ ধরণরে কুকুর পালে নঃিসন্দহেে তার শরীরে কুকুররে পশমরে সক্তিতা লগেে যায়; যমেনভিাবে খচ্চর, গাধা বা অন্যান্য প্রাণীর সক্তিতা লাগে। তাই কুকুররে পশম নাপাক বলার মত এমন সংকীর্ণ পরস্থিতিি থকেে এ উম্মাহকে মুক্ত রাখা হয়ছে।’[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/২১৭, ২১৯)]

তবে কউে যদি হাতে সক্তিতা থাকা অবস্থায় কুকুরকে স্পর্শ করে অথবা কুকুর সক্তি থাকা অবস্থায় সটেকিে স্পর্শ করে তাহলে সতর্কতা হসিবেে হাতকে সাতবার ধুয়ে ফলেবে। এর মধ্যে একবার মাটি দয়িে ধৌত করবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘কুকুর স্পর্শ করার প্রসঙ্গে কথা হলো: যদি সক্তিতা ছাড়া স্পর্শ করে তাহলে হাত নাপাক হয় না। আর যদি সক্তিা থাকা অবস্থায় স্পর্শ করে তাহলে অনকে আলমেরে মতে এতে করে হাত নাপাক হয়ে যায় এবং হাত সাতবার ধৌত করা ওয়াজবি হয়; এর মধ্যে একবার মাটি দয়িে ধোয়া।[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৪৬)]

কুকুররে নাপাকি থকেে পবত্রিতা অর্জনরে পদ্ধতি:

কুকুররে নাপাকি থকেে পবত্রিতা অর্জনরে পদ্ধতরি ববিরণ (46314) ও (41090) নং প্রশ্নরে উত্তরে দওেয়া হয়ছে।

এক্ষত্রেে সাতবার কুকুররে নাপাকি ধুয়ে ফলোর পর একবার মাটি দয়িে ধুয়ে ফলো ওয়াজবি। মাটি থাকলে সটেি ব্যবহার করা ওয়াজবি; অন্য কছিু মাটরি বকিল্প হবে না। আর যদি মাটি না পায় তাহলে পবত্রি করে এমন অন্যান্য বস্তু যমেন সাবান ব্যবহার করতে সমস্যা নইে।

কুকুরকে চুম্বন করা কি জায়যে?

প্রশ্নকর্তা কুকুরকে চুম্বন করার যে বষিয়টি উল্লখে করছে তা বহু রোগরে কারণ ঘটায়। শরীয়তরে বধিান লঙ্ঘন করে কুকুরকে চুম্বন করা অথবা কুকুররে পান করা পাত্র পবত্রি করার আগে তা থকেে পান করার ফলে মানুষ বহু রোগে আক্রান্ত

হয়।

এর মধ্যে রয়েছে: পাস্তুরেলোসিস রোগ। এটি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। এর জীবাণু সাধারণত পশু ও মানুষের শ্বাসতন্ত্রে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জীবাণু শরীরকে আক্রান্ত করে রোগ সৃষ্টি করে।

এর মধ্যে আরো রয়েছে: ইচিনোকোকোসিস রোগ। এটি পরজীবীঘটিত একটি রোগ যা মানুষ ও প্রাণীর অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় এবং সাধারণত লিভার, ফুসফুস, পেটের গহ্বর এবং শরীরের অন্যান্য অংশে প্রভাব ফেলে।

এই রোগের কারণে 'ইকাইন্কুস ক্রানলিোসিস' নামক এক ধরনের ফিতাকৃমির উৎপত্তি হয়। এগুলো ছোট কীট, দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ থেকে ৯ মিলিমিটার। তিনটি অংশ নিয়ে এগুলো গঠিত: মাথা, গলা ও দেহ। মাথায় চারটি শোষক অঙ্গ থাকে।

এই শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক কৃমিগুলো তাদের বাহক প্রাণী যেমন- কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ও নেকড়ের অন্ত্রে বাস করে।

যখন কোন কুকুর প্রতিপালক কুকুরকে চুমু খায় বা তাদের পাত্র থেকে পানি পান করে তখন এই রোগ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

[দেখুন: ড. আলী ইসমাঈল উবাইদ আস-সিনাফী রচিত 'আমরাদুল হাইওয়ানাতুল আলীফা আল্লাতি তুসীবুল ইনসান' গ্রন্থ]

সারকথা হচ্ছে:

শিকারের উদ্দেশ্যে কিংবা গবাদি পশুকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে কুকুর প্রতিপালন করা জায়েয নেই। ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে ঘর শহরের বাইরে হওয়া এবং বিকল্প কোনো উপায় না থাকা। মুসলিমের জন্য কুকুরের সাথে দৌঁড়ের মাধ্যমে কাফেরদের অনুকরণ করা জায়েয নেই। কুকুরের মুখ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বহুবিধ রোগের কারণ।

এই পবিত্র পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এই শরীয়ত এসেছে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া সংশোধনের লক্ষ্যে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।